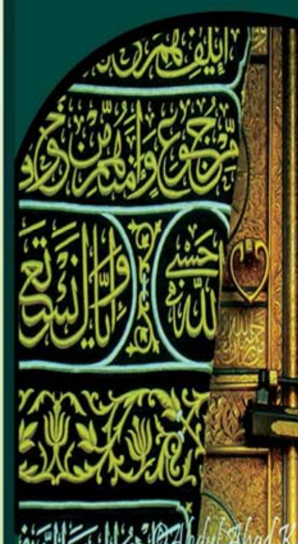
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা





মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

Contents

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬১

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

التوكل

تأليف : محمد صالح المنجد

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

রবীউল আউয়াল ১৪৩৮ হি.

পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

ডিসেম্বর ২০১৬ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

ALLAH'R UPOR VOROSA by **Muhammad Saleh Al-Munajjid**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খৃ.)* রচিত 'অন্তরের আমল সমূহ' (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ২য় পুস্তক التوكل-এর বঙ্গানুবাদ 'আল্লাহ্র উপর ভরসা' সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ খৃ.)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্র উপর ভরসা)-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উপকারিতা, তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ, আল্লাহ্র উপর ভরসার কতিপয় ঘটনা প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

আল্লাহ্র উপর ভরসা মুমিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যমও বটে। আল্লাহ্র উপর ভরসাকে দ্বীনের অর্ধেক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ তাঁর উপর ভরসা ছাড়া কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। এজন্য যেকোন কাজ সমাধা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন পূর্বক সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। তাহ'লে তিনি বান্দার জন্য সেই কাজ সহজসাধ্য করে দিবেন।

অন্যদিকে উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা তাওয়াক্কুল নয়; বরং তাওয়াক্কুলের ভান (تَوَاكُلٌ)। যেমন কোন ব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণের কোন উপায় অবলম্বন না করে যদি ঘরে বসে থাকে তাহ'লে সেটি হবে তাওয়াক্কুলের ভান। এরূপ নিশ্চেষ্ট বসে থাকা ইসলাম সমর্থন করে না।

এজন্য সূরা জুম‘আয় ছালাতের পর রিযিক অনুসন্ধানের জন্য যমীনে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। তবে উপায়-উপকরণ গ্রহণ জাগতিক নিয়ম-নীতি মাত্র। বান্দার ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন এ দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই পোষণ করতে হবে। নচেৎ ঈমান থাকবে না।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন’ গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র উপর ভরসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অবগত হয়ে মানুষ সকল কাজে তাঁর উপর যথার্থভাবে ভরসা করার শিক্ষা লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

আল্লাহ বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ– ‘অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালনকারী। ছালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি নবী ও রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে ছালাত ও সালাম তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর।

অতঃপর আমাদের এই 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা) পুস্তিকাটি 'অন্তরের আমল সমূহ' সিরিজের দ্বিতীয় রচনা। কোন এক জ্ঞান-গবেষণা মজলিসে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটি উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এটি তৈরীতে একদল নিবেদিতপ্রাণ বিদ্যানুরাগী আমাকে সহায়তা করেছেন। এখন আল্লাহ্‌র রহমতে এটি পুস্তক আকারে মুদ্রিত হ'তে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা মানব জীবনে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্তর। এর প্রভাব-প্রতিপত্তিও সুদূরপ্রসারী। ঈমানের যেসব বিষয় ফরয বা আবশ্যকীয়, এটি তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে যে সকল আমল ও ইবাদত রয়েছে, তন্মধ্যে এটি উত্তম। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকৃতিদানে তাওয়াক্কুলের মত উঁচু স্তর দ্বিতীয়টি মেলে না। কেননা যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও তাঁর সাহায্য ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই ছোট্ট পুস্তিকায় আমরা চেষ্টা করব তাওয়াক্কুলের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে এবং তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুলের (ভান) পার্থক্য তুলে ধরতে। তারপর আমরা আলোচনা করব তাওয়াক্কুলের উপকারিতা, তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজকর্ম এবং শেষ করব আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী কিছু লোকের ঘটনার বিবরণ দিয়ে।

আমরা এ কাজে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করছি আর ছালাত ও সালাম পেশ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথী মহান ছাহাবীগণের উপর।

তাওয়াক্কুলের পরিচয়

তাওয়াক্কুল-এর আভিধানিক অর্থ : ‘তাওয়াক্কুল’ শব্দটি যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগ করে বলা হবে তখন তার অর্থ হবে আল্লাহতে সম্পূর্ণ ভরসা করা। আরবীতে এ শব্দটি سَمِعَ (সামি‘আ), تَفَعُّلٌ (তাফা‘উল) ও اِفْتِعَالٌ (ইফতি‘আল) বাব থেকে উক্ত একই অর্থে আসে। বলা হয়, وَكِلَ بالله، وتوكَّل عليه، واتَّكل সবগুলো শব্দের অর্থ ‘সে আল্লাহ্‌র নিকট দায়িত্ব অর্পণ করল’। কোন কাজের সাথে তাওয়াক্কুল যোগ করলে তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেওয়া অর্থে আসে। যেমন تَوَكَّلَ بِالْأَمْرِ ‘সে কাজটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে’।

তাওয়াক্কুল (توكل)-এর অনুসর্গ إلى হরফ হ’লে অর্থ হয় কোন কাজে অন্যের উপর নির্ভর করা। যেমন وَكَّلْتُ أَمْرِيْ إِلَى فُلاَنٍ ‘আমার কাজটিতে আমি অমুকের উপর ভরসা করেছি’। যদি অনুসর্গ (حرف جر) ছাড়াই সরাসরি কর্মকারকের সাথে তাওয়াক্কুল যুক্ত হয় তাহ’লে তার অর্থ হবে নিজের কাজ নিজে করতে অক্ষম হয়ে অন্যকে তা করার দায়িত্ব দেওয়া তথা উকিল (Agent) বা প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া। সে কাজটা করে দিবে বলে তার উপর ভরসা করা।[১] সুতরাং ‘তাওয়াক্কুল’ শব্দের অর্থ هو إظهار العجز والاعتماد على الغير ‘নিজের অক্ষমতা যাহির করা এবং অন্যের উপর ভরসা করা’।

পারিভাষিক অর্থে তাওয়াক্কুল :

বিদ্বানগণ তাওয়াক্কুলের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১. ইবনু রজব (রহঃ) বলেছেন, هُوَ صِدْقُ اعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي اسْتِجْلاَبِ الْمَصَالِحِ، وَدَفْعِ الْمَضَارِّ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ– ‘দুনিয়া ও

১. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১১/৭৩৪।

আখিরাতের সকল কাজে মঙ্গল লাভ ও অমঙ্গল প্রতিহত করতে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলে’।[২]

২. হাসান (রহঃ) বলেছেন, إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته ‘মালিকের উপর বান্দার তাওয়াক্কুলের অর্থ, আল্লাহই তার নির্ভরতার স্থান- একথা সে মনে রাখবে’।[৩]

৩. যুবায়দী (রহঃ) বলেন, التوكل : الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس– ‘আল্লাহ তা‘আলার নিকট যা আছে তার উপর নির্ভর করা এবং মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি আশাহত থাকাকে তাওয়াক্কুল বলে’।[৪]

৪. ইবনু উছায়মীন (রহঃ) বলেন, التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها– ‘কল্যাণ অর্জনে ও অকল্যাণ দূরীকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা এবং এতদসঙ্গে আল্লাহ যে সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে বলেছেন তা অবলম্বন করাকে তাওয়াক্কুল বলে’।[৫] এই সংজ্ঞাটি তাওয়াক্কুলের উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা, যার মধ্যে সব দিকই শামিল রয়েছে। (এতে একদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের উপর ভরসা এবং অন্যদিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার কথা রয়েছে)।

বিষয়ের গুরুত্ব

সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রহঃ) বলেছেন, التوكل على الله جماع الإيمان ‘আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ঈমানের সামষ্টিক রূপ’।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة ‘তাওয়াক্কুল দ্বীনের অর্ধেক; বাকী অর্ধেক হ’ল ইনাবা’। কেননা দ্বীন হ’ল

২. ইবনু রজব, জামে‘উল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ৪৩৬।
৩. ঐ, পৃঃ ৪৩৭।
৪. মুরতাযা আয-যুবায়দী, তাজুল ‘আরূস’ শীর্ষ শব্দ (وكل)।
৫. উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ও রাসাইল ১/৬৩।
৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৭/২০২।

সাহায্য কামনা ও ইবাদতের নাম। এই সাহায্য কামনা হ'ল তাওয়াক্কুল এবং ইবাদত-বন্দেগী হ'ল ইনাবা। আরবী 'ইনাবা' (الإنابة) অর্থ আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ ও তওবা করে ফিরে আসা।

আল্লাহ্র উপর ভরসার মর্যাদা ও গুরুত্ব ব্যাপক জায়গা জুড়ে রয়েছে। তাওয়াক্কুল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপকতা এবং বিশ্ববাসীর প্রয়োজনের আধিক্যের ফলে তাওয়াক্কুলকারীদের দ্বারা এর আঙিনা সদাই ভরপুর থাকে।[৭]

সুতরাং তাওয়াক্কুল জড়িয়ে আছে ওয়াজিব (ফরয), মুস্তাহাব, মুবাহ সবকিছুরই সাথে। এমনকি যেসব নাস্তিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে ক্ষেত্রবিশেষে তারাও নিজেদের লক্ষ্য পূরণে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে। আসলে মানুষের প্রয়োজনের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কাজেই প্রয়োজন পূরণার্থে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র উপর নির্ভর করতে হয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বান্দা যদি কোন পাহাড় সরাতে আদিষ্ট হয় আর যদি সে কাজে সে আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পারে, তবে সে পাহাড়ও সরিয়ে দিতে পারবে।[৮]

সুতরাং একজন মুসলিম তার যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসাকে একটা মুস্তাহাব বিষয় ভাবতে পারে না; বরং সে তাওয়াক্কুলকে একটি দ্বীনী দায়িত্ব বা আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করবে।

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, যে মূল থেকে ইবাদতের নানা শাখা-প্রশাখা উদগত হয়েছে তা হ'ল : আল্লাহ্র উপর ভরসা, তাঁর নিকট সত্য দিলে আশ্রয় নেওয়া এবং আন্ত রিকভাবে তাঁর উপর নির্ভর করা। তাওয়াক্কুলই আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকারোক্তির সারকথা। এর মাধ্যমেই তাওহীদের চূড়ান্তরূপ নিশ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা, ভয়, রব ও উপাস্য হিসাবে তাঁর নিকট আশা-ভরসা এবং তাঁর নির্ধারিত তাক্বদীর বা ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার মত মহতী বিষয়গুলো তাওয়াক্কুল থেকেই উৎপত্তি লাভ করে। এমনকি অনেক

---

৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১১৩।
৮. ঐ, ১/৮১।

ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল বান্দার নিকট বালা-মুছীবতকে পর্যন্ত উপভোগ্য বিষয় করে তোলে, সে তখন বালা-মুছীবতকে আল্লাহ্‌র দেওয়া নে‘মত মনে করতে থাকে। বস্তুতঃ পবিত্র সেই মহান সত্তা তিনি যাকে যা দিয়ে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।[৯]

আল্লাহ্‌র উপর ভরসার তাৎপর্য

তাওয়াক্কুলের হাকীকত বা মূল কথা হ’ল অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা, সেই সাথে পার্থিব নানা উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই রিযিকদাতা, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যু দাতা। তিনি ছাড়া যেমন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, তেমনি তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই।

তাওয়াক্কুল শব্দটি ইসতি‘আনাহ (الاستعانة) থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা ইসতি‘আনাহ (সাহায্য প্রার্থনা) হ’ল, যে কোন কাজে আল্লাহ তা‘আলা যাতে বান্দাকে সাহায্য করেন সেজন্য তাঁর দরবারে সাহায্যের আবেদন-নিবেদন করা।

পক্ষান্তরে তাওয়াক্কুলের মধ্যে যেমন আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা শামিল আছে, তদ্রূপ সব রকম কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ প্রতিহত করতে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাও শামিল আছে। অন্যান্য বিষয়ও তাওয়াক্কুলের আওতাভুক্ত।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যে কাজ করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন তাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া তাওয়াক্কুল। আবার যে কাজ বান্দার সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ যাতে তা যুগিয়ে দেন সে নিবেদনও তাওয়াক্কুল। সুতরাং ইসতি‘আনাহ বা সাহায্য প্রার্থনা বান্দার নানা আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু তাওয়াক্কুল তার থেকেও কিছু বেশী। মানুষ যাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে সেজন্যও আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ

৯. শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ, তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ৮৬।

رَاغِبُوْنَ– 'কতই না ভাল হ'ত যদি তারা সন্তুষ্ট হ'ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের যা দিয়েছেন তার উপরে এবং বলত, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। সত্বর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করবেন। আর আমরা আল্লাহ্র প্রতি নিরত হ'লাম' *(তওবা ৯/৫৯)*।[১০]

সুতরাং কল্যাণ লাভ এবং ক্ষতি দূরীকরণের জন্য তাওয়াক্কুল এবং ইবাদত-বন্দেগীর জন্য ইসতি'আনাহ (সাহায্য প্রার্থনা)। তবে তাওয়াক্কুলের পরিধি ইসতি'আনাহ থেকে বেশী। এই দু'টি মূল বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার পাঁচ নং আয়াতে একত্রিত করেছেন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৫)*।

সুতরাং ইবাদতও তাঁর করতে হবে, সাহায্যও তাঁর কাছে চাইতে হবে এবং তাওয়াক্কুল বা ভরসাও তাঁর উপর করতে হবে। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

কবি শরীফ মুরতাযা বলেন :

إذا ما حَذرتَ الأمرَ فاجعَلْ إِزاءَه + رجوعاً إلى ربٍّ يقيك الْمَحَاذِرَا

ولا تخشَ أمرًا أنت فيه مُفَوِّضٌ + إلى الله غاياتٍ له ومصادرا

وكُنْ للذي يقضي به اللهُ وحدَه + وإنْ لم توافقه الأمانيُّ شاكرا

وإني كفيلٌ بالنجاة من الأذى + لمن لم يبتْ يدعو سوى الله ناصرا

'ভয় যদি পাও কোন কিছুর সামনে রাখ রবকে তোমার,
দূর হবে যে সকল বাধা, বিপত্তি কভু থাকবে না আর।
সমর্পিত যে আল্লাহতে তার তরে নেই কোন ডর
উপায় একটা হবেই হবে চিন্তা কভু করো না আর।
আল্লাহ্র যা ফায়ছালা হয় তাতে থাক শোকরগুযার
যদিও তাতে কখনও কখনও পূরণ না হয় আরয তোমার।
কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের আমি (কবি) হব যামিন তার,
আল্লাহ ছেড়ে অন্যেরে যেচে কখনই রাত কাটে না যার'।

---

১০. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/১৭৭।

সুতরাং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে গেলে তাতেও আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, অন্য কাউকে ভয় করা চলবে না। তোমার যে কোন কাজ যখন তুমি আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাঁর দিকে ফিরে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র মর্যি মোতাবেক তিনি তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম গ্রহণ

যে কোন চাহিদা পূরণে উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ না করা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসার মর্মার্থ নয়। তাওয়াক্কুলের বরং দু'টি দিক রয়েছে। এক. আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও নির্ভরতা। দুই. তাঁর সাথে কাজের উপকরণ অবলম্বন করা।

আসলে লক্ষণীয় যা তা হ'ল- শুধুই উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর না করা। বান্দাকে জানতে ও বুঝতে হবে যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধান কেবল জাগতিক নিয়ম মাত্র। উপকারকারী ও অপকারকারী কেবলই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها– 'তাওয়াক্কুলের রহস্য ও তাৎপর্য হ'ল- বান্দার অন্তর এক আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হওয়া; জাগতিক উপায়-উপকরণের প্রতি অন্তরের মোহশূন্য থাকা, তার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। এসব উপায়-উপকরণের সরাসরি ক্ষতি কিংবা উপকার করার কোনই ক্ষমতা নেই'।[১১]

আল্লাহ্‌র উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী এবং তাওয়াক্কুলের মৌখিক দাবীদারদের মধ্যে এটাই বুনিয়াদী পার্থক্য। কেননা প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারীর উপায়-উপকরণ যদি হাতছাড়া হয়েও যায় তবুও তার কিছু যায় আসে না, সে তো ভাল করেই জানে, যে আল্লাহ্‌র উপর সে নির্ভর করে তিনি নিত্য ও চিরস্থায়ী। কিন্তু তাওয়াক্কুলের মৌখিক দাবীদারের জাগতিক উপায়-উপকরণ হাতছাড়া হওয়ার সাথে সাথে সে ভেঙ্গে পড়ে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসার মাত্রা দুর্বল হওয়ার কারণেই তার এমনটা হয়।

১১. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৮৭।

নবী করীম (ছাঃ)-এর উপায়-উপকরণ গ্রহণ :

নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র উপর সবচেয়ে বড় তাওয়াক্কুলকারী। তা সত্ত্বেও তিনি বহুক্ষেত্রে জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন তাঁর উম্মতকে একথা বুঝানোর জন্য যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

ওহোদ যুদ্ধে তিনি একটার পর একটা করে দু'টো বর্ম গায়ে দিয়েছিলেন। সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ– 'ওহোদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি বর্ম পরে জনসমক্ষে এসেছিলেন'।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্যও যুদ্ধের পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন।[১৩]

মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেছিলেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয় দিবসে যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল'।[১৪]

হিজরতের সময় তিনি একজন পথপ্রদর্শক সাথে নিয়েছিলেন, যে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর যাত্রাপথে কোন পদচিহ্ন যাতে না থাকে তিনি সে ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। তিনি যাত্রার জন্য এমন সময় বেছে নিয়েছিলেন যখন লোকজন সাধারণতঃ সজাগ থাকে না। আবার জনগণ সচরাচর যে পথে চলাচল করে তিনি তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তা ধরেছিলেন।

এসব কিছুই উপায় ও মাধ্যম অবলম্বনের অন্তর্গত। তিনি তাঁর উম্মতকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী কোন মুসলিমই উপায়-উপকরণ গ্রহণ থেকে দূরে থাকতে পারে না।

---

১২. আহমাদ হা/১৫৭৬০, শু'আইব আরনাউত হাদীছটিকে ছহীহ গণ্য করেছেন।

১৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০২৮।

১৪. বুখারী হা/৪২৮৬; মুসলিম হা/১৩৫৭; মিশকাত হা/২৭১৮।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

'তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তাহ'লে পাখ-পাখালির মতই তোমরা জীবিকা পেতে। তারা ভোর বেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে নীড়ে ফেরে'।[১৫]

এ হাদীছে উপায়-উপকরণ গ্রহণের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। যে পাখির খাবার যোগাড়ের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন সে তো তার কাছে খাবার আপনা থেকে আসবে সেই আশায় তার বাসায় বসে থাকে না। বরং খুব ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ করে দেন। ফলে সে যখন বাসায় ফিরে তখন তার পেট ভরা ও পরিতৃপ্ত থাকে।

অবশ্য মুসলমানকে জাগতিক কোন উপকরণ ও পন্থা অবলম্বন করতে হ'লে প্রথমেই তাকে দেখতে হবে শরী'আতের নিরিখে তা বৈধ কি-না। আমরা কিছু লোককে দেখি, তারা তাদের উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য কর্মচারীদের ঘুষ প্রদান করে আর বলে, এটা তাওয়াক্কুলের অংশ। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় নকল করে অথচ বলে এটাও তাওয়াক্কুল। অথচ এর কোনটাই আদৌ তাওয়াক্কুল নয়। বরং এগুলো তাওয়াক্কুলের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। এহেন মুসলিম যদি আল্লাহ্‌র উপর প্রকৃতই ভরসা করত তাহ'লে তারা কখনই শরী'আত গর্হিত কোন কাজ করত না।

তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুলের (ভান) মধ্যে পার্থক্য

পূর্বেই বলা হয়েছে তাওয়াক্কুলের জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও কাজের পথ অবলম্বন অপরিহার্য। কিন্তু কোন কিছু না করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তা তাওয়াক্কুলের ভান (تواكل)। তাওয়াকুল বা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা যাহির করা আল্লাহ্‌র দ্বীনের কোন কিছুতেই পড়ে না।

১৫. তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; হাকেম হা/৭৮৯৪, ৪/৩৫৪; মিশকাত হা/৫২৯৯।

Contents

বলা হয়ে থাকে, যে তাওয়াক্কুল ছেড়ে দেয় তার তাওহীদে খুঁত তৈরী হয়, আর যে জাগতিক উপায়-উপকরণ বা কাজকর্ম ছেড়ে দেয় তার বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। মুসলিম জাতির দুর্বলতার অন্যতম কারণ এই তাওয়াকুল বা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে সময় পার করা। লোকে বাড়ি বসে থেকে জীবিকা লাভের আশা করে, একটু নড়েচড়ে দেখে না; আবার দাবী করে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আছি। লোকেরা আশায় থাকে যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন অথচ সেজন্য তাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, যুদ্ধের প্রস্তুতিজনিত অস্ত্র-শস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিসের কোনই ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নেই।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ، فَإِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ- 'ইয়ামানবাসীরা হজ্জ করতে আসত কিন্তু পথখরচ আনত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী। তারপর যখন তারা মক্কায় পৌঁছত তখন মানুষের কাছে হাত পাতত'। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করেন, وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى 'আর (হজ্জের জন্য) তোমরা পাথেয় সাথে নাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।[১৬]

দেখুন, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওয়াক্কুলের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; অথচ তারা তো হজ্জের কাজে লাগতে পারে এমন কোন পাথেয়ই সাথে না এনে কেবলই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছিল। আবার তাওয়াক্কুলের ঈপ্সিত লক্ষ্য এটাও নয় যে, বান্দা উপকরণের পেছনে তার জীবনপাত করবে এবং সাধ্যাতীত কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে। বরং কখনো কখনো তার জন্য সহজ ও লঘু উপকরণও যথেষ্ট হ'তে পারে। তার প্রমাণ মারইয়াম (আঃ)-এর ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খেজুর গাছ ধরে ঝাঁকি দিতে বলেছিলেন, যাতে তাঁর সামনে খেজুর ঝরে পড়ে। আল্লাহ বলেন, وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا 'আর তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দাও। সেটি তোমার উপর পাকা খেজুর নিক্ষেপ করবে' *(মারিয়াম ১৯/২৫)*।

১৬. বুখারী হা/১৫২৩; মিশকাত হা/২৫৩৩।

অনেকের মনে বিস্ময় জাগে- এহেন দুর্বল গর্ভবতী মহিলা কিভাবে মযবূত ও শক্ত খেজুর গাছ ধরে এমনভাবে ঝাঁকি দিল যে টপটপ করে খেজুর ঝরে পড়ল? আমরা বলি, হ্যাঁ, এই মহীয়সী মহিলার ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপকরণ গ্রহণের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়েছেন- চাই সেসব উপকরণ লঘু ও দুর্বল হৌক। কেননা এই সতী-সাধ্বী মহিলার সেই মুহূর্তে এরূপ দুর্বল ধরনের কাজ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন মাধ্যম ছাড়াই খেজুর নীচে ফেলানো অবশ্যই সম্ভব ছিল। কিন্তু যেহেতু কোন কিছু পেতে হ'লে মাধ্যম একটি জাগতিক নিয়ম হিসাবে রয়েছে, সেহেতু আল্লাহ মারিয়াম (আঃ)-কে কাণ্ড ধরে ঝাঁকি দিতে বলেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্‌র উপর যথাযথভাবে ভরসা করেছিলেন এবং তাঁর দুর্বল পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিলেন তখন আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ফলবতী করেছিলেন এবং ফলগুলোকে তাঁর নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। কবি বলেছেন,

توكَّل على الرَّحمن في كلِّ حاجةٍ + ولا تؤثرنَّ العجز يوماً على الطّلبْ

ألم تر أن الله قال لمريم + إليكِ فهزِّي الْجِذْعَ يسَّاقَطِ الرُّطَبْ

ولو شاء أن تجنيه من غير هزِّها + جَنَتْهُ ولكن كلُّ شيءٍ له سببْ

ভরসা কর সকল কাজে আল্লাহ দয়াময়ের পরে
প্রাধান্য দিও না অক্ষমতাকে চেষ্টার পরে মুহূর্ত তরে।
তুমি কি দেখনি, বলেছেন আল্লাহ মারিয়ামকে
খেজুর পেতে নাড়া দাও তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডটাকে
চাইলে তিনি দিতেন খেজুর ঝাঁকি ছাড়াই
কিন্তু কিছু পাইতে হ'লে উপকরণ বিনে উপায় নাই।[১৭]

যখন মানুষ সম্ভাব্য সব উপকরণ হারিয়ে ফেলে তখন যেন সে সবচেয়ে মহান ও শক্তিশালী উপকরণের কথা ভুলে না যায়। তাহ'ল মহান আল্লাহ্‌র সমীপে দো'আ ও ফরিয়াদ।

---

১৭. ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, ১/২৬ পৃঃ।

তাওয়াক্কুলের হুকুম

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা শীর্ষস্তরের ফরযসমূহের অন্তর্গত একটি বড় ফরয। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما أن الإخلاص لله واجب وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء وغسل الجنابة، ونهى عن التوكل على غيره سبحانه– 'আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ফরয। এটি উচ্চাঙ্গের ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ্‌র জন্য ইখলাছ বা বিশুদ্ধচিত্তে কাজ করা ফরয। ওযূ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার জন্য গোসলের ব্যাপারে যেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াতে একবার বলে তা ফরয সাব্যস্ত করেছেন, সেখানে একাধিক আয়াতে তিনি তাঁর উপর ভরসা করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করতে নিষেধ করেছেন'।[১৮]

বরং তাওয়াক্কুল ঈমানের শর্ত। এজন্য আল্লাহ্‌র বাণী وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– 'আর আল্লাহ্‌র উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(মায়েদাহ ৫/২৩)* এই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, বান্দার থেকে তাওয়াক্কুল দূর হয়ে গেলে সাথে সাথে ঈমানও দূর হয়ে যাবে।

তাওয়াক্কুল তাওহীদে উলূহিয়্যা বা উপাস্যের একত্ববাদের যেসব ভিত্তি রয়েছে তন্মধ্যে একটি। সূরা ফাতিহার পাঁচ নং আয়াত একথার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৫)*।

তাওয়াক্কুলের মাহাত্ম্য ও তার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণমূলক আয়াত সমূহ :

তাওয়াক্কুল শব্দটি কুরআন মাজীদে ৪২ জায়গায় এসেছে। কখনো তা একবচনে, কখনো বহুবচনে, কখনো অতীতকালের শব্দে, কখনো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের শব্দে, কখনোবা আদেশবাচক শব্দে। সবগুলো শব্দই

১৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/১৬।

আল্লাহ্র উপর ভরসা ও নির্ভরতা এবং তাঁর নিকট কার্যভার অর্পণ অর্থে এসেছে।

তাওয়াক্কুলের মাহাত্ম্য ও তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি নানারূপ ধারণ করেছে। এখানে তার কিছু তুলে ধরা হ'ল।

(ক) আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীকে তাওয়াক্কুলের আদেশ :

কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁর নবীকে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন : فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ- 'অতএব তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। তুমি তো স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(নামল ২৭/৭৯)*।

আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ 'অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর' *(হূদ ১১/১২৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا- 'আর তুমি ভরসা কর সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তুমি তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর। বস্তুতঃ বান্দাদের পাপসমূহের খবর রাখার ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৫৮)*।

আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ- 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ– ‘এতদসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি। আর তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের মালিক’ *(তওবা ৯/১২৯)*।

আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ– ‘তুমি বল, তিনি তো সেই দয়াময় (আল্লাহ)। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং ভরসা করেছি। অতঃপর কারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল তা অচিরেই তোমরা জানতে পারবে’ *(মুলক ৬৭/২৯)*।

আর আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীকে তাওয়াক্কুল করার হুকুম দেওয়ার অর্থ তাঁর উম্মতকে হুকুম দেওয়া।

(খ) আল্লাহ কর্তৃক তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর উপর ভরসা করার আদেশ : আল্লাহ তা‘আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর উপর ভরসা করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ‘আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত’ *(আলে ইমরান ৩/১২২)*।

(গ) মুমিনরা তাদের রবের উপর ‘তাওয়াক্কুলকারী’ বিশেষণে বিশেষিত : আল্লাহ্র উপর ভরসা করা দয়াময় আল্লাহ্র বান্দাদের একটি বড় গুণ। এটি তাদের এমন একটি প্রতীক, যা দ্বারা অন্যদের থেকে তাদের পৃথক করা যায়। মুমিনদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– ‘নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে’ *(আনফাল ৮/২)*।

‘তারা তাদের মালিকের উপরই ভরসা করে’- বাক্যটির মর্মার্থ হ’ল তারা আল্লাহকে ছাড়া কাউকে আকাঙ্ক্ষা করে না; তিনি ছাড়া কেউ তাদের

উদ্দেশ্য নয়; তারা তাঁর নিকট ছাড়া কোথাও আশ্রয় নেয় না; তারা কেবলই তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায়; তারা তাকে ছাড়া আর কারো প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। তারা জানে যে, তিনি যা চান তাই হয় এবং তিনি যা চান না তা হয় না। তিনিই ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রয়োগকারী, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর হুকুম রদ করার শক্তিও কারো নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ)।[১৯]

(ঘ) নবীগণের তাওয়াক্কুলের কতিপয় উদাহরণ :

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে গ্রহণের জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ' *(মুমতাহিনা ৬০/৪)*।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের নিকট তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা তাদের ঈমানী শক্তির কারণে বলেছিল, رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ 'হে আমাদের মালিক! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আর তোমার নিকটেই তো প্রত্যাবর্তন স্থল' *(মুমতাহিনা ৬০/৪)*। অর্থাৎ আমাদের যাবতীয় কাজে আমরা তোমারই উপর ভরসা করি এবং তোমারই নিকট সব কাজ সমর্পণ ও সোপর্দ করেছি। এমনিভাবে তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছিলেন এবং যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র কাছে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা তাওয়াক্কুলকে সাথী করে নিয়েছিলেন। দয়াময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারা তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিলেন।

ইবরাহীম (আঃ)-কে তো তাঁর জাতি পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। এজন্য তারা প্রচুর জ্বালানী কাঠ যোগাড় করেছিল। সুদ্দী বলেন, সে সময় একজন মহিলা অসুস্থ হ'লে সে মানত করত যদি সে সুস্থ হয়ে ওঠে তাহ'লে ইবরাহীমকে পোড়ানোর জন্য এক বোঝা কাঠ সে বয়ে দিয়ে আসবে।[২০]

---

১৯. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৭৯।
২০. ঐ, ৩/২৭৪।

তারপর তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে পোড়ানোর জন্য বড় একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে কাঠ জমা করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন যখন খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার লেলিহান শিখা বিস্তার করতে থাকে, তখন মিনজানীক নামক এক ধরনের যন্ত্রে করে তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে ঐ আগুনে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার সময় ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'! *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে তিনি বলেন, 'ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন তিনি বলেছিলেন حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'।[২১]

মূসা (আঃ)-কে দেখুন, কিভাবে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছিলেন এবং তাঁর জাতিকে তার উপর ভরসা করতে হুকুম দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ- 'আর মূসা (তার নির্যাতিত কওমকে সান্ত্বনা দিয়ে) বলল, হে আমার কওম! যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাক, তাহ'লে তাঁর উপরেই তোমরা ভরসা কর। যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক' *(ইউনুস ১০/৮৪)*।

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মূসা (আঃ) তাঁর উম্মতকে আল্লাহ কর্তৃক তাদের জন্য নির্ধারিত পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, তারা যেন স্বৈরাচারীদের ভয়ে পিছটান না দেয়; বরং সামনে এগিয়ে যায়, তাদের ভয় না করে, তাদের দেখে তটস্থ ও সন্ত্রস্ত না হয়। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে তারা যেন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে। তারা যেন বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যি-সত্যিই বাস্তবায়ন করবেন, যদি তারা মুমিন হয়।[২২]

---

২১. ছহীহ বুখারী হা/৪৫৬৩।
২২. তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ৪৩৮।

উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। ওহোদ যুদ্ধের প্রাক্কালের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ– 'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তারা (কুরায়েশ বাহিনী) তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের থেকে ভীত হও। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে 'আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক'! *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম কর্ম বিধায়ক'- বাক্যটি ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) এটি বলেছিলেন যখন কাফেররা বলেছিল, 'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তারা (কুরায়েশ বাহিনী) তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের থেকে ভীত হও। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক'! *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*।[২৩]

সুতরাং যখন ইসলাম বিরোধীরা মুসলমানদের হুমকি দেয় এবং শত্রুপক্ষের জনশক্তি ও অস্ত্র শক্তির ভয় দেখায়, তখন এই তাওয়াক্কুলই মুমিনদের একমাত্র অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। কবি বলেন,

هو القريب المجيب المستغاث به + قل حسبي الله معبودي ومُتّكلي

খুব নিকটে আছেন, তিনি দো'আ কবুলকারী,
সুখে-দুঃখে তাঁরই কাছে এস আরয করি।
বল সবে আমার তরে আল্লাহ যথেষ্ট,
মা'বূদ আমার, ভরসা আমার সকলের ইষ্ট।

২৩. বুখারী হা/৪৫৬৩।

তাওয়াক্কুলের আলোচিত ক্ষেত্র সমূহ

যেসব ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল আবশ্যক তা আলোচনার দাবী রাখে। এরূপ ক্ষেত্র অনেক রয়েছে। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হ'ল :

১. ইবাদতে তাওয়াক্কুলের আদেশ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ– 'অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর' *(হূদ ১১/১২৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা একই জায়গায় তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ইবাদত ও তাওয়াক্কুলের হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে আরো বলেছেন, وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً– 'তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে তোমার নিকট যা অহী করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ সেসব বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। (কেননা) তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট' *(আহযাব ৩৩/২-৩)*।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে তাঁর ইবাদত এবং তার রব প্রদত্ত অহীর অনুসরণের পরক্ষণেই তাঁর উপর ভরসা করার হুকুম দিয়েছেন। এই হুকুম যেমন নবীর জন্য, তেমনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী তাঁর সকল উম্মতের জন্য। কেননা এক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল নবী করীম (ছাঃ)-কে কোন বিষয়ে সম্বোধন করা হ'লে সম্বোধনের সে বিষয় তাঁর উম্মতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে বিষয়টি কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাঁর জন্য খাছ হ'লে অন্য কথা।

২. দাওয়াত বা প্রচারের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের আদেশ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ– 'এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তার উপরেই আমি ভরসা করি। আর তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের মালিক' *(তওবা ৯/১২৯)*। আল্লাহ্র কাছে এসেই তো সকল শক্তি, রাষ্ট্রক্ষমতা,

শ্রেষ্ঠত্ব, পদ-পদবী শেষ হয়ে যায়। যে তাঁর আশ্রয় নেয় তিনি তার জন্য যথেষ্ট। তাঁর শরণ গ্রহণকারীর জন্য দ্বিতীয় কারো লাগে না। সকল ক্ষয়-ক্ষতি দূর করে তিনি তাকে রক্ষা করেন।

নবী নূহ (আঃ) দাওয়াতী কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُوْنِ– ‘আর তুমি তাদেরকে নূহের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনাও। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের কাছে আমার অবস্থান ও আল্লাহ্র আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ দান ভারী মনে হয়, তাহ’লে আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম। এখন তোমরা তোমাদের সকল শক্তি এবং তোমাদের শরীকদের একত্রিত কর। যাতে তোমাদের সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের কারো কাছে কোনরূপ গোপনীয়তা না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে তোমরা একটা ফায়ছালা করে ফেল এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না’ *(ইউনুস ১০/৭১)*।

হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘদিন ধরে তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন, দাওয়াতী কাজে তিনি দীর্ঘকাল তাদের মাঝে অবস্থান করেছেন, তারপরও তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তিনি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করার সাথে তার কাজ আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত করেন এবং দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

একজন মুসলিম প্রচারকের বৈশিষ্ট্য তো এমনিতর হওয়া উচিত। দাওয়াতের পথে সকল কষ্টে সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে চলবে।

৩. বিচার-ফায়ছালায় তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ– ‘(হে মানুষ)! তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ কর, তার ফায়ছালা তো আল্লাহ তা‘আলারই হাতে। জেনে রাখ, তিনি

হচ্ছেন আল্লাহ, তিনিই আমার প্রতিপালক। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তার দিকেই রুজূ হই' *(শূরা ৪২/১০)*।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, বিচারক কিংবা শাসক আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বিচার কিংবা শাসন কাজ চালালে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারা সাহায্য-সহযোগিতা পাবেন এবং তারা সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর থাকতে পারবেন।

৪. জিহাদ ও শত্রুর সাথে যুদ্ধে তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- 'আর তুমি স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন (ওহোদের দিন) তুমি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য ঘাঁটিতে সন্নিবেশ করার উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিবার থেকে প্রভাতকালে বের হয়েছিলে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন'। 'যখন তোমাদের মধ্যকার দু'টি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করছিল। অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ছিলেন। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(আলে ইমরান ৩/১২১-১২২)*।

মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র সব কিছুই প্রস্তুত করেছিল, তারা সৈন্য সমাবেশও করেছিল, তারপরও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর উপর ভরসা করতে বলেছেন। কেননা তিনিই সাহায্যকারী এবং বিজয় দানকারী। এ তথ্য স্পষ্ট করা হয়েছে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীতে- إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- 'যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর জয়লাভ করবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? অতএব মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করা' *(আলে ইমরান ৩/১৬০)*।

দুর্বল অবস্থাতে মহান আল্লাহই সাহায্যকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوْا

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর। যখন একটি সম্প্রদায় (ইহুদীগণ) তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার সংকল্প করেছিল। তখন তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে প্রতিহত করেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত’ *(মায়েদাহ ৫/১১)*।

আবার সবল শক্তিশালী অবস্থাতেও তিনিই সাহায্যকারী। আল্লাহ বলেন,– وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ‘(বিশেষ করে) হুনায়েন-এর দিনে। যেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে প্রফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি’ *(তওবা ৯/২৫)*।

মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতেও শক্তিমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُوْنَ– قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– ‘তারা বলল, হে মূসা! সেখানে পরাক্রমশালী একটি সম্প্রদায় রয়েছে। অতএব আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা বের হয়ে যায়, তাহ’লে আমরা প্রবেশ করব। তখন দুই ব্যক্তি বলল, যারা আল্লাহকে ভয় করত এবং আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর হামলা চালিয়ে শহরের প্রধান ফটক পর্যন্ত যাও। ফলে যখনই তোমরা সেখানে পৌঁছবে, তখনই তোমরা জয়লাভ করবে। আর আল্লাহ্র উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(মায়েদাহ ৫/২২-২৩)*।

৫. সন্ধিস্থলে আল্লাহ্র উপর ভরসা :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– ‘যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড় এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আনফাল ৮/৬১)*।

অনেকে সন্ধির সময়ে তাওয়াক্কুলকে অনর্থক মনে করে। তাদের কথা যুদ্ধই যখন বন্ধ, মুসলমানদের উপর শত্রুপক্ষের হস্তক্ষেপও যখন বন্ধ তখন তাওয়াক্কুলের আবশ্যকতা কি?

আসলে এমন ক্ষেত্রেও তাওয়াক্কুলের বহুবিধ উপকারিতা আছে। যেমন কুরাইশ কাফের ও নবী করীম (ছাঃ)-এর মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল। এই সন্ধির পর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের প্রেক্ষিতে আরব উপদ্বীপের অসংখ্য লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমানদের জন্য এ সন্ধি বিজয়ের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

৬. পরামর্শের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের আদেশ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

এ আয়াতে ইঙ্গিত মেলে যে, পরামর্শ গ্রহণ মাধ্যম অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংকল্প পূরণের প্রকৃত মাধ্যম যা তা হ'ল আল্লাহ্র উপর ভরসা।

পাঠক! আপনি বড় বড় শাসক ও পদাধিকারীদের দেখুন-কিভাবে তারা তাদের পাশে শত শত পরামর্শক ও তথ্যাভিজ্ঞদের জমা করে এবং তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে। কিন্তু পরে দেখা যায়, তাদের পরামর্শ ভুল ছিল। সুতরাং পরামর্শ গ্রহণ ও মাধ্যম অবলম্বনের পরও আল্লাহ্র উপর ভরসা করা একান্ত প্রয়োজন।

৭. জীবিকার সন্ধানে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ

–شَيْءٍ قَدْرًا ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর উপায় করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন’ *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দায়ভার সমর্পণের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হ'ল وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا– وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ– ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর উপায় করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না’।[২৪] জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِىَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ– ‘নিশ্চয়ই কোন প্রাণী তার জন্য বরাদ্দ রূযী ভোগ শেষ না করা পর্যন্ত কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। যদিও তা পেতে দেরি হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করো এবং জীবিকা অনুসন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। যা হালাল তা গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো’।[২৫]

৮. প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতিতে তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইয়াকূব (আঃ)-এর তাওয়াক্কুলের কথা বলেছেন, তাঁকে তাঁর সন্তানেরা বলেছিল, فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا ‘আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে প্রেরণ করুন’ *(ইউসুফ ১২/৬৩)*। তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ– ‘তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকটে আল্লাহ্র

২৪. আল-মু‘জামুল কাবীর ৯/১৩৩।
২৫. ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪, হাদীছ ছহীহ।

নামে অঙ্গীকার কর যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই অসহায় হয়ে পড় (তবে সেকথা আলাদা)। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যে কথা হ'ল, সে ব্যাপারে আল্লাহ মধ্যস্থ রইলেন' *(ইউসুফ ১২/৬৬)*।

আরবী مَوْثِقٌ শব্দের অর্থ প্রতিজ্ঞা ও কঠোর শপথ। ইয়াকূব (আঃ) আরো বলেছিলেন, وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ- 'ইয়াকূব বলল, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তবে আল্লাহ থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম চলে না। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর' *(ইউসুফ ১২/৬৭)*।

৯. আল্লাহ্র পথে হিজরতে তাওয়াক্কুল :

হিজরত বা আপন বাসগৃহ ও সমাজ ছেড়ে অচেনা অপরিচিত সমাজে গমন খুবই বেদনা-বিধুর বিষয়। নিজের আশ্রয়, ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে বাইরের দেশে চলে যাওয়া মোটেও কোন সহজ কাজ নয়। হিজরতকারীকে এজন্য নিজের সমাজ ও প্রিয় স্মৃতিগুলো কুরবানী দিতে হয়। এমন ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তাঁর উপর ভরসাকারী গুণে গুণান্বিত করেছেন। হিজরত যতই কষ্টকর ও বেদনাময় হোক না কেন, আল্লাহ্র উপর ভরসার ফলে তা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- 'যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্র পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ার উত্তম আবাস দান করব এবং আখেরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ, যদি তারা জানত। যারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(নাহল ১৬/৪১-৪২)*।

হিজরতের পথে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর সাথী আবুবকর (রাঃ)-এর তাওয়াক্কুল লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন,

إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন তাকে কাফেররা বের করে দিয়েছিল এবং (ছওর) গিরিগুহার মধ্যে সে ছিল দু'জনের একজন। যখন সে তার সাথীকে বলল, চিন্তান্বিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন ও তাকে এমন সেনাদল দিয়ে সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের (শিরকের) ঝাণ্ডা অবনত করে দিলেন ও আল্লাহ্র (তাওহীদের) ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৪০)*।

১০. বেচা-কেনা, শ্রম ও বিবাহ চুক্তিতে অটল-অবিচল থাকতে তাওয়াক্কুল :

হযরত মূসা (আঃ) এমন তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফেরাউনের গ্রেপ্তার থেকে বাঁচার জন্য তিনি মিসর ছেড়ে মাদইয়ান যাত্রা করেন। সেখানে ঘটনাক্রমে এক নেককার লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তিনি সেই নেককার লোক যার বাড়িতে মূসা (আঃ) আট বছর এবং সম্ভব হলে দশ বছর মযদুরী করলে নিজের মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- قَالَ ذَلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ-

‘তখন পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই মেয়ে দু’টির একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার (বাড়ীতে) কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে। মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে উক্ত চুক্তিই স্থির হ’ল। দু’টি মেয়াদের মধ্যে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আর আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৭-২৮)*।

হযরত মূসা (আঃ) প্রতিশ্রুতি মত পুরোপুরি দশ বছরই ঐ নেককার বান্দার বাড়ীতে মযদুরী করেছিলেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ فَعَلَ– ‘তিনি দুই মুদ্দতের বেশী ও উত্তমটাই পূরণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যখন যা বলেন তখন তা বাস্তবায়নও করেন’।[২৬] পরিপূর্ণরূপে কার্যসাধনই নবীর জন্য শোভনীয়।

১১. আখেরাতে সুফল লাভের আশায় তাওয়াক্কুল :

এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– ‘অনন্তর তোমাদেরকে (এ জীবনে) যা দেওয়া হচ্ছে তা তো পার্থিব জীবনের উপভোগ্য সামগ্রী। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তা কেবল তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে এবং তাদের মালিকের উপরই ভরসা করে’ *(শূরা ৪২/৩৬)*।

আখেরাতের এই স্থান থেকে দামী আর কোন স্থান আছে কি? কেননা আখেরাতই তো চূড়ান্ত লক্ষ্য। মুমিনের কামনার ধনই তো আখেরাত। সুতরাং সেই পরকালীন আবাসের তালাশে মুমিনরা যেন তাদের মালিক আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে কোনই কসুর না করে।

---

২৬. বুখারী হা/২৫৩৮।

আল্লাহ্র উপর ভরসার উপকারিতা

১. যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট : আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا– ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাপ ঠিক করে রেখেছেন’ *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেকটি কাজের সমজাতীয় প্রতিফল নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি তাওয়াক্কুলের প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন প্রাচুর্যতা। সুতরাং যে আল্লাহকে যথেষ্ট জানবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর আল্লাহ যার তত্ত্বাবধান করবেন তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কবি বলেন,

وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت + سبل الخلاص وخاب فيها الآمل

وأيست من وجه النجاة فما لها + سبب ولا يدنو لها متناول

يأتيك من ألطافه الفرج الذي + لم تحتسبه وأنت عنه غافل–

আঁধার যখন জমায় খেলা আশার পরে
মুক্তি যখন নাগাল থেকে অনেক দূরে
হতাশ হয়ে থমকে দাঁড়ায় আশাবাদী
তুমিও যখন নাজাত লাভে হতাশাবাদী
আশীষ তখন আসেরে ভাই এমন পথে
ধারণা তার পাওনি কভু, ভাবনি যা কোন কালে।[২৭]

যেহেতু নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ্র উপর সবচেয়ে বড় তাওয়াক্কুলকারী তাই আল্লাহও তাকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছেন। তিনি তার জন্য যথেষ্ট

২৭. কামালুদ্দীন দামীরী, হায়াতুল হায়ওয়ান আল-কুবরা ২/১৭।

হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ– ‘হে নবী! তোমার ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট’ *(আনফাল ৮/৬৪)*। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট, আর সেই মুমিনরাও আপনার জন্য যথেষ্ট যারা আল্লাহ্র নিকটে তাদের ভরসাকে সত্য প্রমাণ করতে পেরেছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَإِنْ يُرِيْدُوْا أَنْ يَخْدَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِيْ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ– ‘আর যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্য দিয়ে ও মুমিনদের মাধ্যমে’ *(আনফাল ৮/৬২)*।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) حَسْبُكَ اللهُ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ যার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ যার রক্ষাকারী তার শত্রু তাকে হেনস্তা করার আদৌ কোন সুযোগ পায় না। সে তার কোনই ক্ষতি করতে পারে না, তবে যে কষ্টটুকু তার নছীবে আছে তা থেকে অবশ্য তার নিস্কৃতি মিলবে না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى ‘তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না কিছু কষ্ট দেওয়া ব্যতীত’ *(আলে ইমরান ৩/১১১)*।

এ কষ্ট যেমন শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি। তবে তার ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে মুমিনদের যে ক্ষতি করবে তা সম্ভব হবে না।[২৮]

লেখক ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, হজ্জের মওসুমে আমাকে জনৈক চেচেন (شيشاني) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, রুশ বাহিনী আমার বাড়ী ঘেরাও করে। বাড়ীর সকল লোক পালিয়ে যায়, কিন্তু আমি পালাতে পারিনি। এমন সংকটাপন্ন মুহূর্তে আমি বাড়ীর পাশে একটা গর্তের দিকে যাই। সেখানে আমি কিছু আলুর উপজাত মরা গাছ ইত্যাদি জড়ো করি এবং নিজেকে গর্তের মাঝে সঁপে দেই। আমার কাছে না আত্মরক্ষা করার মত

২৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ২/৪৬৫।

কোন অস্ত্র ছিল, না পালানোর কোন সামর্থ্য ছিল। সৈন্যরা যখন গর্তের নিকটে এসে গেল তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। আমি তখন এই আয়াত পড়ছিলাম- وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ– 'আর আমরা তাদের সামনে ও পিছনে (হঠকারিতার) দেওয়াল স্থাপন করেছি। অতঃপর তাদেরকে (মিথ্যার অন্ধকারে) ঢেকে ফেলেছি। ফলে তারা (সত্য) দেখতে পায় না' *(ইয়াসীন ৩৬/৯)*।

একজন সৈনিক গর্তের মধ্যে কেউ আছে কি-না তার অনুসন্ধান করতে আসে। সে সরাসরি আমার চোখে চোখ রাখে; কিন্তু তারপরও তার সঙ্গীদের বলে ওঠে- চলো যাই, এখানে কেউ নেই। তারা তখন বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল এবং আমাকে ছেড়ে গেল'। এটি আল্লাহ্র উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুলের একটি নমুনা।

২. আল্লাহ সঙ্গে থাকার অনুভূতি :

মানুষ যখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার উপর যত ভরসা করে ততই সে অনুভব করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে আছে। তার ইচ্ছা পূরণে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। এ ধরনের চিন্তা-চেতনাই সর্বদা আল্লাহ সাথে থাকার অনুভূতি।

৩. মালিকের ভালবাসা লাভ :

যে আল্লাহ্র উপর যথাযথভাবে ভরসা করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। কেননা এই তাওয়াক্কুলকারী আল্লাহ্র হুকুম মত কাজ করেছে; যেসব উপায়-উপকরণ আল্লাহ বৈধ করেছেন সে তা গ্রহণ করেছে; তার মনটা তার প্রভুর সাথে সর্বদা জুড়ে রয়েছে। সুতরাং মালিকের সাথে তার ভালবাসা তো অবশ্যই তৈরী হবে। তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে বান্দা তার রব ও খালেকের সঙ্গে মহব্বত বৃদ্ধি করে থাকে। কেননা সে জানে আল্লাহ তার হেফাযতকারী, সাহায্যকারী, তাকে ঐশ্বর্য দানকারী এবং তার জীবিকা দানকারী।

৪. শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য :

যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ তাকে তার শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের উপকরণ যুগিয়ে দেন এবং

Contents

তার সামনে তাদেরকে অপদস্থ করেন। ছাহাবীগণ একথা ভালমত জানতেন এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করতেন বলেই তারা বলেছিলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ– 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'! 'অতঃপর তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যাণ সহ ফিরে এল। কোনরূপ অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। তারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(আলে ইমরান ৩/১৭৩-৭৪)*।

আহযাব (খন্দক) যুদ্ধে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا– 'অতঃপর যখন মুমিনগণ শত্রুদল সমূহকে দেখল, তখন তারা বলল, এটা তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর এটি তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বৃদ্ধি করল' *(আহযাব ৩৩/২২)*।

৫. বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ :

হাদীছে এসেছে উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য থেকে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা ঐ সকল লোক যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّوْنَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ مَا هَذَا؟ أُمَّتِى هَذِهِ؟ قِيْلَ هَذَا مُوْسَى وَقَوْمُهُ. قِيْلَ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيْلَ لِيْ انْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِىْ آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ قِيْلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ

فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا نَحْنُ الَّذِيْنَ آمَنَّا بِاللهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُوْلَهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِى الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ، وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ : سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ–

‘আমার সামনে (বিভিন্ন নবীর) উম্মাতকে তুলে ধরা হ’ল। এক এক করে একজন বা দু’জন নবী অতিক্রম করলেন; তাদের সাথে ছিল একটি (ক্ষুদ্র) দল। আবার কোন নবীর সাথে একজনও ছিল না। এমন করতে করতে আমার সামনে একটা বড়সড় দল তুলে ধরা হ’ল। আমি বললাম, এরা কারা? এরা কি আমার উম্মাত? বলা হ’ল, এরা মূসা ও তাঁর উম্মাত। আমাকে বলা হ’ল, আপনি দিগন্তের দিকে তাকান। দেখলাম, একটা দলে দিগন্ত ভরে গেছে। আবার বলা হ’ল, আপনি আকাশের এদিকে ওদিকে তাকান। তখন দেখলাম, আকাশের সবগুলো কোণ লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। আমাকে বলা হ’ল, এরাই আপনার উম্মাত। এদের মধ্য থেকে সত্তর হাযার লোক কোন হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিছুক্ষণ পর তিনি লোকগুলোর বৈশিষ্ট্য ছাহাবীদের নিকট না বলেই বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। তখন উপস্থিত লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল- আমরাই তো তারা, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেছি; সুতরাং আমরাই তারা। কিংবা আমাদের সন্তানেরা হবে, যারা ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। আর আমরা জাহেলিয়াতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বলাবলির এ কথা পৌঁছলে পরে তিনি বাইরে এসে বললেন, তারা ঐ সকল লোক যারা (রোগ-ব্যাধিতে) মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না, কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, আগুন দিয়ে দাগ দেয় না (আগুনের দাগ দিয়ে চিকিৎসা করে না) এবং তাদের রবের উপরেই কেবল ভরসা করে। তখন উকাশা ইবনু মিহছান নামক এক ছাহাবী বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি তাদের একজন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্য আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমিও কি

তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, এ বিষয়ে উকাশা তোমার থেকে এগিয়ে'।[২৯]

৬. জীবিকা লাভ :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا– 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তাহ'লে পাখপাখালির মতই তোমরা জীবিকা পেতে। তারা ভোরবেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে নীড়ে ফেরে'।[৩০]

৭. নিজ জীবন, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির হেফাযত :

হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদের মিসর গমনকালে আত্মরক্ষামূলক কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজের বিষয়-আশয়কে আল্লাহ্‌র যিম্মায় সোপর্দ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ– 'আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম চলে না। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর' *(ইউসুফ ১২/৬৭)*।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা এজন্যই করতে হবে যে, তিনিই হেফাযতকারী। নিজের জীবন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি রক্ষায় তাঁর উপরই নির্ভর করা কর্তব্য।

৮. শয়তান থেকে রক্ষা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ– 'গোপন

---

২৯. বুখারী হা/৫৭০৫; মুসলিম হা/২২০।

সলাপরামর্শ তো কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, যাতে মুমিনরা কষ্ট পায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম না হ'লে সে তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর মুমিনদের কর্তব্য তো আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা' *(মুজাদালাহ ৫৮/১০)*।

এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, তার অনুমোদন ব্যতীত শয়তান তাঁর বান্দাদের ক্ষতি করতে পারে না। তারপর তিনি তার বান্দাদেরকে শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে থাকার জন্য তাঁর উপর ভরসা করতে বলেছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ : يَعْنِىْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ- بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ. وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ- 'যখন কোন ব্যক্তি নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে 'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' (আল্লাহ্‌র নামে বের হ'লাম, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া পাপ থেকে বাঁচা এবং নেকীর কাজ করার কোনই উপায় নেই')। তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমার নিরাপত্তা মিলেছে। আর শয়তান তখন তার থেকে দূরে সরে যায়।[৩১]

৯. মানসিক প্রশান্তি :

মানুষ তার লক্ষ্য পূরণে যত প্রকারের উপকরণই ব্যবহার করুক না কেন তাতে এমন কিছু ফাঁক-ফোঁকর থেকেই যাবে, যা সে বন্ধ করতে পারেনি। যে কারণে তার ভয় থাকে- হয়তো ব্যর্থতা এসে তাকে ঘিরে ধরবে এবং তার আশা পূরণ হবে না।

কিন্তু যখনই সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, তার যাবতীয় কাজে আল্লাহই তার পক্ষে যথেষ্ট তখন আর তার ঐ সকল ফাঁক-

৩০. তিরমিযী হা/২৩৪৪, মিশকাত হা/৫২৯৯, ইবনু মাজাহ হা/২৩৪৪, সনদ ছহীহ।
৩১. তিরমিযী হা/৩৪২৬, সনদ ছহীহ।

ফোঁকরের ভয় থাকবে না। তখন সে এক ধরনের আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি ও আরাম উপভোগ করবে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসার মাধ্যমে মানুষ মানসিক ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

মনোরোগ চিকিৎসকগণ যদি তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝতেন তাহ'লে তাওয়াক্কুলকে তারা তাদের চিকিৎসার প্রথম কাতারে রাখতেন। আর যদি যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করত তাহ'লে তারা আত্মহত্যা করত না; বরং আল্লাহ্‌র উপর কাজ সোপর্দ করে তারা তার ফায়ছালা ও তাকদীরে রাযী-খুশী থাকত।

১০. কাজের প্রতি দৃঢ়তা :

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ব্যক্তির মনে কাজের প্রতি দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা জন্মিয়ে দেয়। কেননা তাওয়াক্কুলের ফলে বৈধ উপায়ের দ্বার খুলে যায়। মানুষ যখন এই তাওয়াক্কুলের বুঝ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে, তখন সে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে উৎপাদনে মনোবল বেড়ে যায়।

১১. সম্মান ও মানসিক ঐশ্বর্য লাভ :

একজন মুসলিম যখন আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে তার কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌র হাতে সপে দেয় তখন সে নিজের মাঝে ইয্যত ও সম্মান অনুভব করতে পারে। কেননা সে তো মহাসম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছে। একইভাবে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকেও সে বেঁচে যায়। কেননা সে ঐশ্বর্যময় আল্লাহ গনীর ধনে ধনী। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে (আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট)। কেননা আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৪৯)*।

তাওয়াক্কুল শব্দ বলার পর আল্লাহ তা'আলা আযীয (عَزِيزٌ) শব্দ ব্যবহার করে একথাই বুঝিয়েছেন যে, যে তার উপর ভরসা করে সে তার থেকে ইয্যত ও পরাক্রম লাভ করে, তার মযদুরী বৃথা যায় না।

তাওয়াক্কুল : মনোবিদ্যা ও মনের কাজ

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা মন সংক্রান্ত বিদ্যা ও মনোবৃত্তি সংক্রান্ত কাজের সমষ্টি। মনসংক্রান্ত বিদ্যা এজন্য যে, বান্দার জানা আছে যে, আল্লাহই সকল কাজের পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রক ...। আর মনোবৃত্তি সংক্রান্ত কাজ এজন্য যে, তাওয়াক্কুলের ফলে বান্দার মন স্রষ্টায় স্থির থাকে, তার উপরই ভরসা ও নির্ভর করে...।

বিষয়টি পরিষ্কার করতে আমরা বলছি, আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী বান্দার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে এবং আমলে নিতে হবে।

১. রব ও তাঁর গুণাবলীর পরিচয় লাভ : বান্দাকে তার প্রভুর নাম ও গুণাবলীসহ জানতে হবে। প্রভুর ক্ষমতা, যথেষ্টতা, রক্ষণাবেক্ষণ, শক্তিমত্তা, শ্রেষ্ঠত্ব, চিরঞ্জীবতা, ঘুম-ক্লান্তির ধারে-কাছেও না ঘেঁষা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা। বান্দা যখন এসব কিছু জানবে ও বুঝবে তখনই সে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে এবং জানতে পারবে যে, সে এক পরাক্রমশালী মহাশক্তিধরের নিকট তার সবকিছু সঁপে দিয়েছে।

২. তাওহীদের পথে দৃঢ় থাকা : বান্দা যখন তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস নিশ্চিত করতে পারবে, তখন তার তাওয়াক্কুলের একটি বিরাট অংশ অর্জিত হবে। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ‘এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তার উপরেই আমি ভরসা করি’ *(তওবা ৯/১২৯)*। আল্লাহকে যথেষ্ট ভাবাই তো তাওহীদ ও ভরসা।

৩. সকল কাজে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা : সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্বাবস্থায় আমাদেরকে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হবে। এই নির্ভরতা কোনমতেই ঐসব জাহেল-মূর্খদের মত হবে না যারা সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ হাতের নাগালে পেলে আল্লাহকে ভুলে বসে থাকে এবং উপায়-উপকরণ নিয়ে মেতে থাকে। আর সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ হাতছাড়া হয়ে গেলে তখনই কেবল আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে।

৪. আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ : মুমিন বান্দা যতই তার রবের উপর ভরসা করবে ততই তার প্রতি সুধারণা পোষণ করবে। সে জেনে রাখবে যে, মালিকের উপর যে ভরসা করে মালিক তার জন্য যথেষ্ট, তার আর অন্য কিছু প্রয়োজন নেই।

এতে করে তার অন্তর অস্থিরতায় ভুগবে না এবং দুনিয়া তার হাতে এল কিংবা হাতছাড়া হ'ল বলে কোন পরোয়া করবে না। কেননা তার নির্ভরতা তো তার মালিক আল্লাহ্‌র উপর। যেমন একজন বাদশাহ কোন লোককে এক টাকা দিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা চুরি হয়ে গেল। তখন বাদশাহ তাকে বলল, চিন্তা কর না, আমার কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে। তুমি যখনই আসবে আমি তোমাকে আমার কোষাগার থেকে তা কয়েকগুণ বেশী করে দেব। সুতরাং যে জানে যে, আল্লাহ সকল বাদশাহর বাদশাহ এবং তার ভাণ্ডার সব সময় পরিপূর্ণ থাকে, দুনিয়ার কোন স্বার্থ ছুটে গেলে তাতে সে পেরেশান হয় না বা অস্থিরতাবোধ করে না।

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি তার নিকট তেমনই'।[৩২] সুতরাং সুধারণা যেমন আল্লাহ্‌র উপর ভরসার দিকে আহ্বান জানায়, তেমনি আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুলের মাঝেও অবশ্যই সুধারণা থাকে।

৫. আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ : দুনিয়াতে একজন হীন ক্রীতদাস যেমন তার মনিবের অনুগত থাকে এবং তার কথা মেনে চলে, তেমন করে বান্দা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তাহ'লেই ভরসা অর্জিত হবে। কবি বলেন,

إذا ابتليت فثق بالله وارضَ به * إن الذي يكشف البلوى هو الله

إذا قضى الله فاستسلم لقدرته* ما لامريء حيلة فيما قضى الله

اليأس يقطع أحياناً بصاحبه * لا تيأسن فنعم القادر الله-

'বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ভরসা করো আল্লাহ পরে,

৩২. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫।

ভাল-মন্দ যা কিছু হোক খুশী থাক তাঁর তরে।
বিপদ যিনি কাটিয়ে দেন, তিনি মোদের আল্লাহ,
ফায়ছালা যা করেন তিনি মেনে চল সর্বদা।
মালিকের বিচার থেকে উদ্ধারের নেই কোন উপায়,
বুঝে নিও, যা পেয়েছ তাই যে ছিল প্রাপ্য তোমায়।
হতাশা তো ছিন্ন করে আশাবাদীর আশার বাণী,
কভু হতাশ হয়ো নাকো প্রভু তোমার কাদের গণী।[৩৩]

৬. দায়িত্বভার সমর্পণ : ফেরাউনের দলবলে বসবাসকারী একজন মুমিনের যবানীতে আল্লাহ বলেছেন, فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ 'আমি যা তোমাদের (ফেরাউন ও তার লোকদের) বলছি অচিরেই তোমরা তা মনে করবে। আমি আমার দায়িত্বভার আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করছি' *(মুমিন ৪০/৪৪)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَكْبَرَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ تَفْوِيْضًا {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} 'কর্মভার আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র কিতাবে সবচেয়ে বড় আয়াত আল্লাহ্‌র বাণী 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য বেরোনোর উপায় করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।[৩৪]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম তাঁর শিক্ষক ইবনু তায়মিয়ার বরাত দিয়ে বলেছেন, 'ফায়ছালাকৃত বিষয়কে দু'টি জিনিস ঘিরে থাকে। আগে থাকে ভরসা পরে থাকে সন্তুষ্টি। সুতরাং কাজে নামার আগে যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এবং কাজের পরে আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকে, সেই উবূদিয়াত বা দাসত্বের দায়িত্ব পালন করে'।[৩৫]

---

৩৩. শিহাবুদ্দীন আল-আবশীহী, আল-মুস্তাত্বরাফ ২/১৫১।
৩৪. আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/১৩৩, হা/৮৬৫৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৪২২।
৩৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১২২।

এজন্যই ইস্তিখারার দো‘আয় দেখুন বলা হয়েছে, وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِى بِهِ– ‘আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর, তা সে যেখানেই হোক ও তাতে আমাকে খুশী রাখ’।[৩৬] সুতরাং সিদ্ধান্তকৃত কাজে নেমে পড়ার আগে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলে তা হবে আল্লাহ্‌র নিকট কর্মভার সমর্পণ, আর কাজ শেষে তার উপর ভরসা করলে তা হবে সন্তুষ্টি।

৭. কাজের উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করা, তবে তাকে কার্য সাধনে স্বয়ংসম্পূর্ণ না ভাবা :

জীবন ধারণে বা কোন কাজ সম্পন্ন করতে যে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের কথা অস্বীকার করে এবং নিশ্চেষ্ট বসে থাকে, সে গণ্ডমূর্খ ও পাগল। আবার যে আল্লাহ্‌র কুদরতের উপর ভরসা না করে শুধুই উপায়-উপকরণ নিয়ে পড়ে থাকে তার আচরণ শিরকী।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ– ‘এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে (আমার উষ্ট্রীটাকে) বেঁধে রেখে (আল্লাহ্‌র উপর) ভরসা করব, না কি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে ভরসা করব? তিনি বললেন, আগে বেঁধে রাখো, তারপর ভরসা কর’।[৩৭] অনেক সময় বান্দা আল্লাহ্‌র নিকটে দো‘আ করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পায় না, অথচ দেখুন এই দো‘আ কতই না উত্তম অবলম্বন।

আল্লাহ তা‘আলা নিজেই তাঁর বান্দাদেরকে উপায় অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ ‘তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে অনুকূল করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার (ভূমির) বুকে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রূযী খাও’ *(মুলক ৬৭/১৫)*। তিনি আরও বলেন, فَإِذَا

৩৬. বুখারী হা/১১৬২; তিরমিযী হা/৪৮০; নাসাঈ হা/৩২৫৩।
৩৭. তিরমিযী হা/২৫১৭, সনদ হাসান।

قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– ‘তারপর যখন (জুম‘আর) ছালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করবে, আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে। সম্ভবতঃ তোমরা সফল হবে’ *(জুম‘আ ৬২/১০)*। তিনি আরও বলেন, وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ– ‘আর অন্য কিছু লোক আছে, যারা যমীনে বিচরণ করে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ করে’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর যুগে কিছু লোক দাবী করত যে, তারা ভরসাকারী। তারা বলত, আমরা বসে থাকব, আমাদের খাওয়া-পরা দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর। তাদের উক্তি সম্পর্কে ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, ‘এটা একদম রাবিশ কথা, আল্লাহ কি বলেননি, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– ‘হে ঈমানদারগণ! যখন জুম‘আর দিনে ছালাতের আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা বেচাকেনা ছেড়ে আল্লাহ্‌র যিকিরে (ছালাতে) এগিয়ে এস। যদি তোমাদের বোধ-বুদ্ধি থাকে তবে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতঃপর যখন ছালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ করবে আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে। সম্ভবতঃ তোমরা সফল হবে’ *(জুম‘আ ৬২/৯-১০)*।[৩৮]

৩৮. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃঃ ৩৪৮।

তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কার্যাবলী

১. কুলক্ষণ ও অশুভ : কুলক্ষণ ও অশুভ বলতে বুঝায়- কোন মানুষ একটা কিছু দেখতে কিংবা শুনতে পেয়ে তাকে কুলক্ষণ ও অশুভ গণ্য করে এবং মনে করে যে, এই দেখা বা শোনার ফলে তার মনোবাসনা ও লক্ষ্য মোটেও পূরণ হবে না। আর কাজে নামার আগে এরূপ ঘটলে তার ঐ কাজে নামা উচিত হবে না।

এরূপ অশুভ ভাবনা আল্লাহ্‌র উপর ভরসার একেবারেই পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্‌র সঙ্গে জুড়ে থাকা মন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী কোন অন্তরকে কখনই কোন কানা লোকের দর্শন, বাম দিক দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়া, বিমানে তের নম্বর সিট লাভ করা ইত্যাকার কোন অনর্থক ও বাতিল কথা তার গন্তব্য থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

এদিকে নবী করীম (ছাঃ)ও কুলক্ষণ ও অশুভ গণ্য করা সম্পর্কে সবাইকে হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন, لاَ طِيَرَةَ 'কুলক্ষণ ও অশুভ বলে কিছু নেই'।[৩৯]

এই কুলক্ষণ ও অশুভর প্রতি বিশ্বাস এবং এগুলো মেনে চলা কেবলই যে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী তা নয়; বরং এগুলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসেরও পরিপন্থী।

২. জ্যোতিষী ও গণকের কাছে যাওয়া : তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী যেসব কাজ রয়েছে তন্মধ্যে জ্যোতিষী, গণক ও হারানো বস্তুর সন্ধানদাতাদের নিকট ধর্ণা দেওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গণক ও জ্যোতিষী অদৃশ্য লোক ও ভবিষ্যৎ জানার দাবী করে। মুমিন বান্দা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে থাকে তাহ'লে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারস্থ হবে না এবং যিনি ছাড়া আর কারো গায়েব বা অদৃশ্য লোকের খবর জানা সম্ভব নয়, সেই মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে সে খুঁজবে না।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ) যখন খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন তখন এক জ্যোতিষী এসে তাঁকে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এই যুদ্ধে যাবেন না। কারণ চাঁদ এখন বৃশ্চিক

---

৩৯. বুখারী হা/৫৭৫৪; মুসলিম হা/২২২৩; মিশকাত হা/৪৫৭৬।

রাশিতে অবস্থান করছে। চাঁদ বৃশ্চিক রাশিতে থাকাকালে আপনি যাত্রা করলে আপনার বাহিনী পরাজিত হবে। তখন আলী (রাঃ) বলেছিলেন, আমি বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা ও ভরসার্থে এবং তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ করতে অবশ্যই যাত্রা করব। শেষ পর্যন্ত তিনি যাত্রা করেন এবং ঐ সফরে তিনি প্রচুর কল্যাণ লাভ করেন। অধিকাংশ খারেজী এ যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়। আর নবী করীম (ছাঃ)-এর আদেশ মতো যুদ্ধ করে জয়ী হওয়াতে আলী (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।[৪০]

কোন মুমিন যদি এ ধরনের কোন জ্যোতিষী, গণকঠাকুর কিংবা হারানো বস্তুর সন্ধানদাতা থেকে কোন খবর শুনতে পায় তাহ'লে তার বিরোধিতা করা এবং তার কোন কথা বিশ্বাস না করাতেই সে সর্বাত্মক মঙ্গল লাভ করবে।

৩. তাবীয ঝুলান : গলা, হাত ইত্যাদি যে কোন অঙ্গে তাবীয ঝুলানো বা বাঁধা ভরসা বিরোধী কাজ। অনেক জাহেল মূর্খ তাদের বুকের উপর নীল সুতা কিংবা কাগজ পাতা ঝুলিয়ে রাখে। ভেল্কিভাজ, যাদুকর, গণকঠাকুর কিসিমের লোকদের থেকে তারা আত্মরক্ষার্থে এগুলো ব্যবহার করে। যার কাজ এ ধরনের তার আল্লাহ্র উপর ভরসা থাকল কোথায়?

অপরাধ অনুপাতে এসব লোক শাস্তিযোগ্য হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে তার দেহে (তাবীয ইত্যাদি) যা কিছু লটকাবে তাকে তার উপরেই সোপর্দ করা হবে'।[৪১] যখন সে কালি লেখা পাতা বা অনুরূপ কিছু ঝুলাবে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে না, তখন আল্লাহ তাকে ঐ ঝুলানো বস্তুর উপরে অর্পণ করবেন। তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য এটাই হবে যথেষ্ট।

৪. গাছ, পাথর ইত্যাদিকে বরকতময় ভেবে তার থেকে বরকত কামনা করা :

গাছ, পাথর ও অন্য যেসব জিনিস থেকে বরকত লাভের আশা করা অবৈধ সেসব কিছু থেকে বরকত লাভ করা তাওয়াক্কুল বিরোধী কাজ। কখনো কখনো এ ধরনের কাজ শিরকের দিকে ধাবিত করে। *নাঊযুবিল্লাহ।*

৫. জীবিকার খোঁজ না করে বেকার বসে থাকা : ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, উপায়-অবলম্বন গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের অন্যতম শর্ত। অবলম্বন গ্রহণ না

---

৪০. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ১/৫৭।

৪১. তিরমিযী হা/২০৭২; নাসাঈ হা/৪০৭৯, আলবানী, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৫৬।

করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। আমাদের এ কালে যে বালা-মুছীবত ব্যাপকতা লাভ করছে সে সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করছি। এ মুছীবত হ'ল বেকারত্ব। অনেক লোকই তাদের খাওয়া-পরার জন্য কোন কাজকর্ম না করে অন্যের উপর ভরসা করে পড়ে থাকে। ছেলে খাবারের জন্য পিতার উপর এবং ভাই চাকুরিজীবী বোনের উপর ভরসা করে থাকে। যুবশ্রেণী কোন ফলপ্রসূ কাজ তালাশ করে না, বরং তারা যে কাজে কোন শ্রম নেই কিংবা থাকলেও সামান্য তেমন কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে ভালবাসে। জীবিকার জন্য শ্রম ও চেষ্টার উপর বেকার ও অলস সময় কাটানোকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ কুরআন-সুন্নাহতে জীবিকা উপার্জনের অনেক পথের কথা বলা হয়েছে। আমরা তার কিছু এসব অলস বেকারদের জন্য তুলে ধরছি।

(ক) জীবিকার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং হালালের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হালাল জীবিকা হ'ল যুদ্ধলব্ধ গণীমত। আল্লাহ বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا 'সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্র হিসাবে ভক্ষণ কর' *(আনফাল ৮/৬৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَجُعِلَ رِزْقِىْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِى 'আর আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে'।[৪২]

(খ) নিজ হাতে কামাই : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِىَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ- 'কোন ব্যক্তি নিজ হাতের কামাইয়ের মাধ্যমে যা খায় তার থেকে উত্তম কোন খাদ্য সে কখনো খায়নি। আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ নিজ হাতের কামাই থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন'।[৪৩] তিনি আরো বলেন, لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ- 'তোমাদের কারো পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া

৪২. আহমাদ হা/৫১১৪; ইরওয়া হা/২৬৯১, আলবানী, সনদ ছহীহ।
৪৩. বুখারী হা/২০৭২; মিশকাত হা/২৭৫৯।

অপরের কাছে ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল, সে লোকটা তাকে দিতেও পারে আবার নাও পারে'।[৪৪]

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য : বহু আনছার ও মুহাজির ছাহাবীর পেশা ছিল ব্যবসা। আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-কে দেখুন, তার আনছারী ভাই তাকে তার মালের অর্ধেক দিতে চাইলে তিনি অস্বীকার করে বললেন, دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ 'তোমরা আমাকে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও'।[৪৫]

(ঘ) চাষাবাদ ও ফল বাগান তৈরী : এগুলো জীবিকা অন্বেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এগুলোতে যতটা আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে দেখা যায়, অন্য কোন কাজে তা দেখা যায় না। এতে প্রকৃতই আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হয়। কেননা চাষী যখন বীজ বপন করে, পানি সেচ দেয় তখন তার খুব ভাল মতো জানা থাকে যে, বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়া আল্লাহ্র মর্যির উপর নির্ভরশীল, আবার প্রাকৃতিক বিপদ-আপদ থেকে ফসলের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই আছে। কত ফসল যে পঙ্গপালের আক্রমণে নিঃশেষ হয়ে গেছে! আর কত ক্ষেত-খামার অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রচণ্ড তুষারপাতে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা আছে কি?

এজন্যই চাষী কৃষকরা শ্রমজীবী লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র সঙ্গে অধিক সম্পর্কযুক্ত মানুষ। তাকালেই তা নযরে আসবে।

৬. চিকিৎসার চেষ্টা না করা :

রোগশোক দেখা দিলে চিকিৎসার চেষ্টা না করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ। নবী করীম (ছাঃ) তো বলেছেন, مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি যার প্রতিষেধক বা চিকিৎসা তিনি দেননি'।[৪৬]

একইভাবে তিনি রোগের চিকিৎসা করতেও আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা করাও'।[৪৭]

আর চিকিৎসাতো আল্লাহ কর্তৃক বিধেয় অবলম্বনের অন্তর্গত।

---

৪৪. বুখারী হা/২০৭৪।
৪৫. বুখারী হা/৫০৭২।
৪৬. বুখারী হা/৫৬৭৮।
৪৭. তিরমিযী হা/২০৩৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬; হাদীছ ছহীহ।

ভরসাকারীদের কাহিনী

আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী নেককারদের কাহিনী শুনলে বান্দা আল্লাহ্‌র উপর অবশ্যই তাওয়াক্কুলে উদ্বুদ্ধ হবে। আল্লাহ্‌র উপর সত্য ভরসা করে তারা কী ফল লাভ করেছে তা জানলে নিশ্চয়ই তার আগ্রহ বাড়বে। আর ভরসাকারীদের শিরোমণি তো আমাদের রাসূল (ছাঃ)।

নবী করীম (ছাঃ) ও তরবারিওয়ালা :

এক সফরে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এক মরু উপত্যকায় বিশ্রামের জন্য ডেরা ফেলেন। নবী করীম (ছাঃ) একটা গাছে তাঁর তরবারি ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়েন। ছাহাবীরাও যে যার মত ছায়াদার গাছ দেখে বিশ্রামে মশগুল হয়ে পড়েন। হঠাৎ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর গলার আওয়াযে তারা ঘাবড়িয়ে যান। তারা তাঁর কাছে এসে দেখেন তাঁর পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশে একটা তরবারি পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের বললেন,

إِنَّ رَجُلاً أَتَانِى وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِى فَلَمْ أَشْعُرْ إِلاَّ وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِىْ يَدِهِ فَقَالَ لِىْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ قُلْتُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ فِى الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ قُلْتُ اللهُ. قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ-

‘আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় এই লোকটা এসে তরবারিটা হাতে করে। আমি জেগে দেখি, সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম তার হাতে তরবারির খাপ খোলা। সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। দ্বিতীয়বার সে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এবার সে তরবারিটা খাপে পুরে ফেলল। এখন তো তাকে দেখছ, সে বসে পড়েছে’।[৪৮] একেই বলে ভরসা, আত্মসমর্পণ ও আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

৪৮. মুসলিম হা/৮৪৩।

নবী করীম (ছাঃ) গিরিগুহায় :

আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَأَنَا فِى الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ : مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا– '(ছাওর) গিরিগুহায় থাকাকালে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, (হে আল্লাহ্র রাসূল!) কেউ যদি তার দু'পায়ের নিচ দিয়ে তাকায় তাহ'লে তো সে অবশ্যই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবুবকর! দু'জন ভাবছ কি? আল্লাহ তো তাদের (আমাদের) তৃতীয়জন'।[৪৯]

এই হ'ল ভরসা ও আল্লাহতে সমর্পণ, যা ভীষণ সঙ্কট কালে বান্দার থেকে খোলাখুলি ফুটে উঠেছে। বান্দা অন্তর থেকে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার উপর ভরসা করেছে এবং তার নিকটেই নিজের যাবতীয় কাজ অর্পণ করেছে, বিশেষ করে যখন আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ ব্যতীত তার আর কোন অবলম্বন অবশিষ্ট নেই।

জনৈকা মহিলা ও তার ছাগপাল :

মহিলা ও তার ছাগল পালের ঘটনায় তাওয়াক্কুলের গুরুত্বের চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়েছে। ভরসা করলে একজন মানুষ কী ফল লাভ করতে পারে সে কথাও এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের এ ঘটনাটি সংকলন করেছেন।

إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيْهِ فَخَرَجَتْ فِىْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَرَكَتْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ عَنْزاً لَهَا وَصِيْصِيَتَهَا كَانَتْ تَنْسِجُ بِهَا– قَالَ : فَفَقَدَتْ عَنْزاً مِنْ غَنَمِهَا وَصِيْصِيَتَهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ وَإِنِّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزاً مِنْ غَنَمِى وَصِيصِيَتِى وَإِنِّى أَنْشُدُكَ عَنْزِى وَصِيصِيَتِى. قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا وَصِيصِيَتُهَا وَمِثْلُهَا–

---

৪৯. বুখারী হা/৩৬৫৩; মুসলিম হা/২৩৮১।

‘জনৈকা মহিলা মদীনায় বাড়ীতে ছিল। অতঃপর সে মুসলিম সেনাদলের সাথে যুদ্ধে যাত্রা করেছিল। বাড়ীতে সে ১২টা ছাগল এবং তার কাপড় বুননের একটা তাঁত/কাঁটা/মাকু রেখে গিয়েছিল। বাড়ী ফিরে এসে সে দেখে, তার ছাগপাল থেকে একটা ছাগল আর তার সেই তাঁত/কাঁটা/মাকু নেই। সে তখন আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে বলল, হে আমার মালিক! তুমি তো তোমার রাস্তায় যে বের হবে তার হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছ। এদিকে আমি তোমার রাস্তায় বের হয়ে ফিরে এসে দেখছি আমার ছাগপাল থেকে একটা ছাগল আর আমার কাপড় বুননের তাঁত/কাঁটা/মাকু নেই। আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, আমার ছাগল ও তাঁত/কাঁটা/মাকু ফিরিয়ে দাও। উক্ত মহিলা তার মালিকের নিকট কঠিনভাবে যে শপথ করেছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার বার তার উল্লেখ করলেন। অবশেষে মহিলাটি সকাল বেলা তার ছাগল ও অনুরূপ একটা ছাগল আর তাঁত/কাঁটা/মাকু এবং অনুরূপ একটা তাঁত/কাঁটা/মাকু ফিরে পেল’।[৫০] সুবহানাল্লাহ! কী ভীষণ ব্যাপার!!

এই মহিলা আল্লাহ্র উপর প্রকৃত অর্থে ভরসা করেছিল। ফলে আল্লাহ কেবল তার ছাগলই হেফাযত করেননি; বরং তাওয়াক্কুলের বরকতে তাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছেন।

জনৈকা মহিলা ও তার চুলা :

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরেকটি ঘটনা তাঁর সনদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

‘অতীতকালে দু’জন স্বামী-স্ত্রী ছিল। ধন-সম্পদ বলতে তাদের কিছুই ছিল না। স্বামী বেচারা একদিন সফর করে বাড়ী ফিরে এল। সে ছিল প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে সে তার স্ত্রীর নিকটে বলল, তোমার কাছে খাবার মত কিছু আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সুসংবাদ শোন তোমার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক এসেছে। [তার কাছে আসলে কিছুই ছিল না, কেবলই আল্লাহ্র উপর আশা-ভরসা ও নির্ভর করে সে একথা বলেছিল]। পুরুষ লোকটা বলল, তোমার ভাল হোক, তোমার কাছে কিছু থাকলে একটু জলদি কর। সে বলল, হ্যাঁ আছে বৈকি। একটু ছবর কর, আমরা আল্লাহ্র রহমতের আশা করছি। এভাবে যখন তার ক্ষুধা দীর্ঘায়িত হয়ে চলল তখন

---

৫০. আহমাদ হা/২০৬৮৩; ছহীহাহ হা/২৯৩৫, হাদীছ ছহীহ।

সে তার স্ত্রীকে বলল, তোমার উপর রহম হোক, ওঠো, দেখ, তোমার কাছে রুটি-টুটি থাকলে তা নিয়ে এস। আমি তো ক্ষুধায় একবারে শেষ হয়ে গেলাম। স্ত্রী বলল, এই তো চুলা পেকে এল বলে, তাড়াহুড়ো কর না। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেলে যখন স্বামীটা আবার কথা বলবে বলবে এমন সময় স্ত্রী মনে মনে বলল, আমি উঠে গিয়ে আমার চুলাটা দেখি না। সে গিয়ে দেখল, চুলা ছাগলের সিনার/রানের গোশতে ভরপুর হয়ে আছে, আর তার যাঁতা দু'টো থেকে আটা বের হয়ে চলেছে। সে যাঁতার নিকট গিয়ে তা ঝেড়ে মুছে আটা বের করে নিল এবং চুলা থেকে ছাগলের সিনার/রানের গোশত বের করে আনল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন তাঁর শপথ! মহিলাটি যদি তার দু'যাঁতায় যা আটা ছিল এবং ঝাড়ামুছা না করত তাহ'লে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যাঁতাটি তাকে আটা দিয়ে যেত'।[৫১]

ওমর (রাঃ) ও কুষ্ঠরোগী এবং খালিদ (রাঃ) ও বিষ :

হাদীছের গ্রন্থগুলোতে দু'টি ঘটনার উল্লেখ আছে কিছু লোক যা দুষ্কর মনে করে।

একটি ঘটনা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে জড়িত। তিনি একজন কুষ্ঠরোগীর সাথে বসে খেয়েছিলেন।[৫২]

দ্বিতীয় ঘটনা হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর বিষ পানের সাথে জড়িত। আবুস সাফার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ হিরা নগরে অবস্থান করছিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলল, احْذَرِ السُّمَّ لاَ يَسْقِيَكَهُ الْأَعَاجِمُ، فَقَالَ: إِيتُوْنِيْ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ اقْتَحَمَهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ فَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا– 'আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন, অনারবরা যেন আপনাকে বিষ পান না করিয়ে দেয়। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার নিকট বিষ নিয়ে এস। তাঁর নিকট বিষ নিয়ে আসা হ'ল।

---

৫১. আহমাদ হা/৯৪৪৫, হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে (হা/১৭৮৭৪) এর বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তবে শায়খ আলবানী ও শু'আয়েব আরনাউত যঈফ বলেছেন। ছহীহাহ হা/২৯৩৭-এর আলোচনা দ্রঃ।

৫২. তিরমিযী হা/১৮১৭, সনদ যঈফ; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৫০২২; মূল বইয়ে ভুলবশতঃ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ছাপা হয়েছে।

তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে তা পান করে নিলেন। বিষে তার মোটেও কোন ক্ষতি হ'ল না'।[৫৩]

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর কঠিন তাওয়াক্কুলের নিদর্শন মেলে। আলেমগণ এ ঘটনার বেশ কিছু দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(১) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) রোগ সংক্রমণের বিষয়কে দৃঢ়ভাবে নাকচ করতে চেয়েছেন এবং কুষ্ঠরোগী থেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর দূরে থাকার আদেশ লঙ্ঘন করতে চাননি।

(২) ওমর (রাঃ) কুষ্ঠ রোগীকে সমবেদনা জানাতে এরূপ করেছিলেন।

(৩) যে আল্লাহ্র উপর শক্তিশালী ভরসা রাখে সে হাদীছ لاَ عَدْوَى 'রোগ সংক্রমণ বলে কিছু নেই'-এর উপর আমল করবে; আর যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলে দুর্বল সে 'কুষ্ঠরোগী থেকে পালিয়ে যাও' (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ) হাদীছের উপর আমল করবে।[৫৪]

আর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর ঘটনা থেকে বুঝা যায় তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থ ভরসা করেছিলেন বলেই বিষ তাঁর উপর কোনই ক্রিয়া করতে পারেনি। তাই বলে অন্য কারো জন্য বিষ পানে খালিদ (রাঃ)-এর অনুকরণ আদৌ সিদ্ধ হবে না। বিদ্বানগণ তাঁর ঘটনারও বেশ কিছু দিক তুলে ধরেছেন। যেমন-

(১) এটি ছিল খালিদ (রাঃ)-এর কারামত। তাই অন্য কারো পক্ষে তার অনুসরণ বৈধ হবে না। নচেৎ বিষের প্রভাবে সে নিহত হ'তে পারে।

(২) হ'তে পারে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে খালিদের জন্য এমন কোন অঙ্গীকার ছিল যে, বিষ তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাই খালিদ (রাঃ) আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তা পান করে নিয়েছিলেন।[৫৫]

---

৫৩. মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৭১৮৬; মুহাক্কিক আসাদ সালীম বলেন, এর রাবীগণ ছিকাহ। কিন্তু সনদ মুনকাতি'।

৫৪. বুখারী হা/৫৭০৭; মিশকাত হা/৪৫৭৭।

৫৫. ফাৎহুল বারী, ১০/২৪৮।

(৩) কিছু বর্ণনায় এসেছে, শত্রুপক্ষ যাতে এ দৃশ্য দেখে তার অনুগত হয় এবং মুসলমানদের জান-মালের কোন ক্ষতি না করে সেজন্য তিনি বিষ পান করেছিলেন।

শেষ কথা :

প্রিয় ভাই আমার! উপরের আলোচনা থেকে আপনার কাছে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা আপনাকে ব্যাখ্যা করেছি যে, ভরসা উপায়-উপকরণ অবলম্বনে বাধা দেয় না এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করাকে ভরসা (توكل) বলে না; বরং তাওয়াকুল (التواكل) বা তাওয়াক্কুলের ভান বলে। তাওয়াকুল বাতিলের পূজারী ও কুঁড়েদের দর্শন।

আমরা আপনার সামনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসার হুকুম বা বিধান এবং যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাওয়াক্কুলের আদেশ দিয়েছেন তেমন কিছু ক্ষেত্রও আলোচনা করেছি।

আমরা আল্লাহ্‌র উপর যথার্থ ভরসাকারী কিছু লোকের ঘটনা এবং তাদের অর্জিত ফলাফলের কথাও আপনার সামনে তুলে ধরেছি। ভরসা বিষয়ে আল্লাহ্‌র সহযোগিতায় আমাদের সামান্য কিছু আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে তাঁর উপর ভরসাকারীদের শ্রেণীভুক্ত করেন, আমাদেরকে একত্ববাদীদের দলভুক্ত করেন এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা হক কথা বলে এবং হক মত বিচার করে। আর আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হৌক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর ছাহাবীগণের উপর।

***

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**